RAMAKRISHNA VIVEKANANDA MISSION
MODEL ANSWER FOR ANNUAL EXAM 2020
SUB-GEOGRAPHY
CLASS-IV

FULL MARKS-100

A)

১। গোয়া,
২। ২৮ শতাংশ,
৩। মুখ্যমন্ত্রী
৪। বঙ্গোপসাগর
৫। ৩ ভাগে
৬। ৩৬৩০ মিটার
৭। তিস্তা
৮। গোর্গাবুরু
৯। সাগরদ্বীপ
১০। সপ্তমুখী
১১। বর্ষারজলে
১২। বক্সাদুয়ারে
১৩। বর্ষাকালে
১৪। কাপাস
১৫। প্রথম
১৬। পান
১৭। অভ্র
১৮। এক তৃতীয়াংশ
১৯। ১২ টি
২০। চুনাপাথর

B)

১। কয়লা
২। কাগজ
৩। জলপাইগুড়ি
৪। পরিপূর্ণ
৫। আশ্বিনের
৬। সুন্দরবন
৭। হিমালয়
৮। ছোটনাগপুর
৯। সমভূমি
১০। বালিয়াড়ি

১১।জীবনযাত্রা

১২। বৈচিত্রময়

১৩। রাজ্যপাল

১৪। শিক্ষিত

১৫। ওতপ্রোত

১৬। ২০০

C)

১। অশুদ্ধ

২। শুদ্ধ

৩। শুদ্ধ

৪। অশুদ্ধ

৫। অশুদ্ধ

৬। শুদ্ধ

৭। অশুদ্ধ

৮। অশুদ্ধ

৯। শুদ্ধ

১০। শুদ্ধ

১১। শুদ্ধ

১২। শুদ্ধ

১৩। শুদ্ধ

১৪। অশুদ্ধ

১৫। অশুদ্ধ

১৬। শুদ্ধ

D)

১। ভারতে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে পাশাপাশি বাস করে। এদের পোশাক আলাদা রীতি নীতি আলাদা। অধিবাসীদের মধ্যে এত বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা থাকার কারনে ভারতকে 'বিচিত্র দেশ' বলা হয়।

২।পূর্ব ভারতের প্রবেশ পথ কলকাতাকে বলা হয়।

কারনঃ- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে জলপথে দেশীয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের একমাত্র বন্দরই ছিল কলকাতা।

৩। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিরুপ বা ভূপ্রকৃতিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i. উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল।

ii. পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল।

iii. মধ্যভাগের বিশাল সমভূমি অঞ্চল।

iv. সুন্দরবনের গঙ্গার বদ্বীপ উপকূলের সমভূমি অঞ্চল ।

v. দক্ষিণে কাঁথির উপকূলের সমভূমি অঞ্চল।

৪। দুঃখের নদী দামোদর নদীকে বলা হয়।

কারনঃ- আগে দামোদর নদে প্রতিবছরই বন্যা হত। তাই একে দুঃখের নদী বলা হয়।

৫। প্রকৃতি নানা সম্পদে পরিপূর্ণ। এই সম্পদগুলি হল- I) কৃষিজ , II) বনজ , III) মৎস, IV) খনিজ, এবং v) শক্তিসম্পদ। এগুলি প্রাকৃতিক পরিবেশের অঙ্গ হলেও মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে এই সম্পদগুলির যথেষ্ট অবদান আছে। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এই সম্পদের ওপরই নির্ভর করে। তাই এগুলোকে অর্থনৈতিক সম্পদ বলা হয়।

E)

১) কয়লাঃ- মানবসভ্যতা বিকাশের পথ প্রদর্শক হল কয়লা। ইহা আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু । কয়লা ছাড়া আমাদের এক পাও এগোনো সম্ভব নয়। কয়লার বহুবিধ ব্যবহারের জন্য একে কালো হীরেও বলে।

কয়লার ব্যবহারঃ-

i. কয়লা পুড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।
ii. বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশন করতে ব্যবহৃত হয়।
iii. বাষ্পীয় জাহাজ ও রেলইঞ্জিন চালাতে প্রয়োজন হয়।
iv. ইট ও টালি পোড়াতে ব্যবহৃত হয়।
v. সার শিল্পে কয়লা ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া কয়লা থেকে বিভিন্ন জিনিস তৈরী করা যায়। যেমন- স্যাকারিন , ন্যাপথলিন, পিচ, ইত্যাদি।

২। পাটঃ- পাট পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় প্রধান ফসল। পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশী অর্থ আসে। তাই পাটকে অর্থকারি ফসলও বলা হয়।

পাটচাষের জন্য প্রয়োজন নতুন পলিমাটি। ২৫°-৩৫° সেঃ উষ্ণতা ও ১৫০-২০০ সেমি বৃষ্টিপাত এবং পাটখেতের পাশে জলাশয় থাকা প্রয়োজন। এই জলাশয়ে পাট পচিয়ে তার গা থেকে তন্তু বের করে নেওয়া হয়।

নদিয়া, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কোচবিহার প্রভৃতি জেলায় পাট বেশি জন্মায়।

পাটের আঁশ থেকে দড়ি, চট, বস্তা ইত্যাদি তৈরী করা হয়।

৩। ভারতের ভৌগোলিক সীমানাঃ- ভৌগোলিক দিক থেকে পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম মহাদেশ হল আমাদের ভারতবর্ষ। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিনে অবস্থিত। ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেও রয়েছে নানান বৈচিত্র। ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, আফগানিস্তান, চীন, নেপাল ও ভুটান রাষ্ট্র। দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা এবং ভারত মহাসাগর। পূর্বে মায়ানমার বাংলাদেশ এবং বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পাকিস্তান ও আরবসাগর। আমাদের স্বাধীন করার সময় ইংরেজরা ভারতবর্ষকে দুভাগ করে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান আলাদা দুটি রাষ্ট্র গঠন করে দিয়ে যায়।

F)

৪) প্রচলিত শক্তি ও অপ্রচলিত শক্তির মধ্যে পার্থক্য :-

প্রচলিত শক্তি	অপ্রচলিত শক্তি
i)প্রচলিত শক্তি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেমন কয়লা।	i) অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার একেবারেই সাম্প্রতিক, যেমন সৌরশক্তি।
ii) জলবিদ্যুৎ শক্তি ছাড়া বাকিগুলি পরিবেশ দূষণ ঘটায়।	ii) এগুলি সবই পরিবেশ বান্ধব।
iii) অধিকাংশ পুননবীকরণ যোগ্য নয়।	iii) সবগুলিই পুননবীকরণ যোগ্য।
iv) উৎপাদন ব্যয় বেশি।	iv) উৎপাদন ব্যয় কম।
v) অধিকাংশরাই উৎসের ভান্ডার নির্দিষ্ট ও সীমিত।	v) এগুলি উৎসের ভান্ডার অফুরন্ত।
vi) উৎপাদনের প্রযুক্তি সহজলভ্য।	vi) উৎপাদনের প্রযুক্তি সহজলভ্য নয়।

২। আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য :-

আবহাওয়া	জলবায়ু
i)কোন নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুর উষ্ণতা, চাপ, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, মেঘাচ্ছন্নতা বৃষ্টিপাত ইত্যাদিকে আবহাওয়া বলে।	i) কোন অঞ্চলের কমপক্ষে ৩০ থেকে ৩৫ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে।
ii) স্বল্প পরিসর স্থানের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা।	ii) বিশাল অঞ্চলের আবহাওয়ার গর অবস্থা।
iii) বায়ুমণ্ডলের সাময়িক অবস্থা।	iii) দীর্ঘকালীন বায়ুমণ্ডলের অবস্থা।
iv) আবহাওয়া প্রতিদিন বা প্রতি ঘন্টায় বদলাতে পারে।	iv) জলবায়ু সহজে পরিবর্তন হয়না।
v) মানুষের দৈনন্দিন কাজে আবহাওয়ার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ।	iv) কোন অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের ওপর জলবায়ুর প্রভাব অপরিসীম।

G)

১। ■ একটা নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত শিক্ষা না পেলে জীবনে বহু সময় ঠকে যেতে হয়। শিক্ষা না থাকলে চাকরি, চাষবাস, শ্রমিকের কাজ কোন কিছুই সঠিক ভাবে করা সম্ভব নয়। তাছাড়া শিক্ষা না থাকলে দেশের ভালো-মন্দ বা উন্নতি অবনতি বোঝা সম্ভব নয়।

■ আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক নির্বাচিত ব্যবস্থার মাধ্যমে শাসিত হয়।

■ মালভূমি অঞ্চলের ভূমিরূপ ঢেউ খেলানো উঁচু-নিচু।

২। ■ চাষের সময় অনুসারে ধানকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- আমন, আউশ ও বোরো।

■ গমের ব্যবহার গুলি হল-

গম পিষে আটা এবং ময়দা তৈরি হয়। আটা এবং ময়দা দিয়ে রুটি, পাউরুটি, কেক, বিস্কুট প্রভৃতি তৈরী হয়।

■ দুটি তৈল বীজের নাম হল সরষে ও তিল।

৩। ■ আকরিক :- মাটির নিচে নানা বস্তু সঙ্গে খনিজ পদার্থ মিলেমিশে থাকে। এই মিশ্রিত খনিজ পদার্থকেই আকরিক বা কাঁচামাল বলে ।

■ লোহার ব্যবহারগুলি হল :-

ছুঁচ, আলপিন থেকে শুরু করে বাসনপত্র, অস্ত্রশস্ত্র , আসবাবপত্র ,ঘরবাড়ি , সেতু , যানবাহন ,যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

■ শ্রীশক্তিপদ গণচৌধুরী গ্রিন অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন।

৪। ■ ঋতু বৈচিত্র ও পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশিষ্টতা বলা যায় । ঋতু বৈচিত্র পাহাড়, নদী ,সমুদ্র, বনভূমি, কৃষিক্ষেত্র আর বহু মানুষের বিভিন্নতা নিয়েই পশ্চিমবঙ্গ একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ রাজ্য।

■ পর্বত :- সমুদ্রপৃষ্ঠের ৩০০০ ফুট বা ৯০০ মিটার এর বেশি উঁচু ও বহুদূর বিস্তৃত বন্ধুর শিলাময় ভূমিরূপকে পর্বত বলে।

■ মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের গঙ্গানদী দুভাগে বিভক্ত হয়েছে।